134

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 APR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা

দেশের শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা অব্যাহত রয়েছে। চরম ক্ষতিকর এই অরাজকতা গোটা জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। এযাবত বহুবার বহুভাবে আলোচিত হয়েছে বিষয়টি এবং সীমাহীন অরাজকতার ছোবল থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করার জোর তাগিদ উচ্চারিত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগণের পক্ষ থেকেতো বটেই এবং এমনকি, রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকেও উচ্চারিত হয়েছে এই জরুরী তাগিদ। গত রবিবার নড়িয়া সরকারী কলেজের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ ও এর প্রতিকার বাৎলে দেয়া সত্ত্বেও এখনো এই পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, ছাত্র নামধারী কতিপয় তরুণ সন্ত্রাস, ছিনতাই, নাশকতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, খুন ইত্যাদি কর্মে শিশু থেকে সমগ্র ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি এসব অপরাধীরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কারো ছত্রছায়ায় থেকে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এই ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে জাতি অন্ধকারে ডুবে যাবে।

প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যে বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দেশের গোটা শিক্ষাঙ্গনে অশান্ত, অস্থির পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে যে অরাজকতা ছড়াচ্ছে তাতে জাতির বিবেক বার বার আহত হয়েছে, বেদনায় মুহ্যমান হয়েছে এবং ঐকান্তিকভাবে কামনা করেছে এই অরাজক পরিস্থিতির চির অবসান। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ইতোমধ্যে বেশ ক'বারই এই জরুরী তাগিদ উচ্চারণ করেছেন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ও সংশ্লিষ্টদের শিক্ষাঙ্গনের এই অরাজক পরিস্থিতির প্রতিফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষাঙ্গনের শান্ত স্নিগ্ধ, পবিত্র পরিবেশ কিভাবে বজায় রাখা যায় এবং কিভাবেই বা বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন করা যায়—সে সম্পর্কেও দ্ব্যর্থহীন, স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন অর্থাৎ পথ ও পদ্ধতিও বাৎলে দিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং দেশবাসীও শিক্ষাঙ্গনকে সব ধরনের অস্ত্রের মহড়া, সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে উদ্ধারের ঐকান্তিক কামনা পোষণ করে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলগুলোর নেতৃবৃন্দও শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখার তাগিদও উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলুক, অস্থিতিশলিতা ও নৈরাজ্য অব্যাহত থাকুক—এমন কথা এযাবত কেউ বলেননি। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, শিক্ষাঙ্গনের অরাজকতা দূর করার ব্যাপারে এদেশে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে, প্রেসিডেন্ট যে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, এই অরাজক পরিস্থিতির প্রতিকার বাৎলে দিচ্ছেন, তাতে সংশ্লিষ্টরা কেউ সাড়া দিচ্ছেন না কেন? তারা যে সাড়া দেননি এবং দিচ্ছেন না তাতো প্রেসিডেন্ট নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে প্রেসিডেন্ট যে কথা উল্লেখ করেছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোসহ সংশ্লিষ্টরা প্রেসিডেন্টের সতর্কবাণী ও তাগিদে বিশেষ আমল দিচ্ছেন না। আমলই যেখানে দিচ্ছেন না, সেখানে প্রেসিডেন্টের বলে দেয়া প্রতিকারগুলো বাস্তবায়নের তো কোনোই আশা নেই।

জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চরম দুঃখজনক বিষয় ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! শিক্ষাঙ্গনে যে পরিস্থিতি জাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঢেকে দিতে যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতি থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করার জন্য যে কোনো চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণেও কোনো দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরই অমত থাকার কথা নয়। কিন্তু, রূঢ় বাস্তবতা হাল, প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারি ও আহ্বান কোনোই সাড়া জাগাতে পারছে না। তিনি ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলেছেন, বলেছেন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের অবক্ষয় থেকে, সন্ত্রাসের ছোবল থেকে রক্ষার চেয়ে বড় বিষয় কি রাজনৈতিক দলগুলার ছাত্রসংগঠনের স্বার্থ। ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন হবে; কিন্তু, ছাত্র জীবন শেষ করার আগে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়বে না—এটাই তাঁদের ভবিষ্যৎ এবং এই জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলো তো দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়েই রাজনীতি করেন। কাজেই, তাদের এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই। শিক্ষাঙ্গনকে সব ধরনের আবিলতা মুক্ত করে শান্ত, স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করা যে আজ এই জাতির সর্বোচ্চ কামনা—এটা হৃদয়ঙ্গম করার সময় এখনো আছে। সংশ্লিষ্টরা তা বুঝেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন—এটাই সকলের কামনা।